গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা।

|  |
| --- |
|  সংস্থা প্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান সচিব  |
| তারিখ : ২৯/৩/২০১৬ খ্রিঃ  |
| সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।  |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।  |

 সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত করা হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১ | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন।  | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পৃথকভাবে প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা পরিপালনে কার্যক্রম অব্যাহত আছে।১। বহিঃ বিশ্বে মাংস রপ্তানির লক্ষ্যে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারী/১৫ পর্যন্ত মাংস রপ্তানী নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/১৫ হতে জানুয়ারী /১৬ পর্যন্ত বিদেশে মাংস রপ্তানী | ফেব্রুয়ারী/১৬ বিদেশে মাংস রপ্তানী | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত বিদেশে মোট মাংস রপ্তানী |
| ৪১,০০০ কেজি | ২৪৯৯৮.৪০ কেজি | ৬৫,৯৯৮.৪০ কেজি |

বেংগল মিট প্রসেসিং লি: কর্তৃক ০২/০২/১৬ তারিখে উক্ত মাংস দুবাইতে রপ্তানী হয়।২। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের মাত্রা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে জানুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত সিমেন উৎপাদন | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে সিমেন উৎপাদন | ফেব্রুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট সিমেন উৎপাদন |
| ২৩,৩৬,৫৪৬ মাত্রা | ৩,৯১,১৮১ মাত্রা | ২৭,২৭,৭২৭ মাত্রা |

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে কৃত্রিম প্রজননের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে জানুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ফেব্রুয়রী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ১৮,১৫,০৭০ টি | ৩,০৫,৬৬৯ টি | ২১,২০,৭৩৯ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে জানুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মোট বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা |
| এড়ে-৩,৬০,৩৩৫ টিবকনা-২৮১৮৩৬ টি | ৫৫৭৮৭ টি৪৪০৩১ টি | ৪,১৬১২২ টি৩,২৫৮৬৭ টি |
| মোট- ৬,৪২১৭১ টি | ৯৯,৮১৮ টি | ৭,৪১,৯৮৯ টি |

 ৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় পনির উৎপাদনকারীদেরকে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী উপজেলা সমূহে বিষয়টির সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সম্ভাব্য অন্যান্য স্থানেও পনির উৎপাদন কাযক্রম সম্প্রসারণ করার জন্যও সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। ৪। মহিষ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের মানুষের দুধ মাংসের চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হচ্ছে। ফেব্রুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন ও বাচ্চা উৎপাদনের সংখ্যা নিম্নরুপ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে জানুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট কৃত্রিম প্রজনন সংখ্যা |
| ২৮০ টি | ৯১ টি | ৩৭১ টি |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| জুলাই/ ১৫ হতে জানুয়ারী/১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের বাচ্চা উৎপাদন | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে মহিষের বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা | ফেব্রুয়ারী/ ১৬ মাস পর্যন্ত মহিষের মোট বাচ্চা উৎপাদন সংখ্যা |
| এড়ে- ২৭ টিবকনা-১৭ টি | এড়ে- ০৯ টিবকনা-০৫ টি | এড়ে- ৩৬ টিবকনা- ২২ টি |
| মোট= ৪৪ টি | ১৪ টি | ৫৮ টি |

৫। সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ভেড়া পালনকারীদেরকে প্রশিক্ষন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৬০ টি জেলায় ১০২৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে ১০২৮০ টি ভেড়ার খামারের উন্নয়ন হয়েছে। এ ছাড়া ০৫ টি উপজেলায় ১০০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য অর্থ ছাড় দেয়া হয়েছে। সেই সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। ২৯ টি জেলায় দরিদ্র ভেড়ার খামারীদের সেড নির্মানে সহায়তা হিসাবে ৩৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং জেলায় ৭৮ জন সফল ভেড়ার খামারীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৩০০ খামারীকে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩ টি পার্বত্য জেলায় বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় ৪ টি উপজেলায় ২০ জন করে ৮০ জন ভেড়া পালনকারীদের মধ্যে ০২ টি ভেড়ী ও ০১ টি ভেড়ার পাঠা করে মোট ৮০X৩ = ২৪০ টি বিনামূল্যে ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে।৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্যে নিষিদ্ধ হেভীমেটাল (ক্রোমিয়াম), কেমিক্যালস (ফরমালিন), ঔষধ ইত্যাদি ভেজাল প্রতিরোধে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্যক্রম চলমান আছে। তদানুযায়ী প্রশাসনের সহযোগিতা ও বিভাগীয় উদ্যোগে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান, প্রচার প্রচারনা, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎস্যে ও বিক্রয় কেন্দ্রে পরিদর্শন/ মনিটরিং এবং সন্দেহজনক খাদ্য নমূনা পরীক্ষার জন্য গবেষণাগারে প্রেরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারী/২০১৬ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| বিষয় | জুলাই/১৫ হতে জানুয়ারী/ ১৬ পর্যন্ত | ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে | ফেব্রুয়ারী/ ১৬ পর্যন্ত মোট |
| মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা | ৫৫ টি | ০৩ টি | ৫৮ টি |
| জব্দকৃত খাদ্যের পরিমান | ২৮০৮৫৫ কেজি | - কেজি | ২,৮০,৮৫৫ কেজি |
| বিনষ্টকৃত ভেজাল খাদ্যের পরিমান | ৪৬৫৯ কেজি | - | ৪৬৫৯ কেজি |
| মামলা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সংখ্যা | ০৪ জন | - জন | ০৪ জন |
| আদায়কৃত জরিমানার পরিমান | ৮,৫৮,৫৪০ টাকা | ৬৭,০০০ টাকা | ৯,২৫৫৪০ টাকা |
| খাদ্য নমুনা পরীক্ষার সংখ্যা | ১২৪৮টি | ১৬০ টি | ১৪০৮ টি |

পশুখাদ্য ও প্রাণিজাতখাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বিবরণঃ Establishment of Quality Control Laboratory for safe animal originated food and food products প্রকল্পটির অনুমোদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। হালাল মাংস রপ্তানির ব্যাপারে সৌদি আরবের সাথে দ্রুত সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ত্বরান্বিত করার জন্য সচিব মহোদয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। পশুখাদ্যে ভেজাল ও মূল্য নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং জোরদারকরণ এবং প্রতিটি ফিডমিল-এ নিজস্ব নিউট্রিশন ল্যাব থাকা প্রয়োজন বলে সচিব মহোদয় মত প্রকাশ করেন। নিরাপদ মৎস্য আইনের আওতায় প্রয়োজনে এটা করতে হবে। এ ব্যাপারে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে যৌথভাবে বসার জন্য সচিব মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাস পর্যন্ত মোট ৩৪,৫২৭.৩৫ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৩৪০.১১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং মোট ৬,২৮৯.৯৯ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে ১৭.৭২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাসে ৩,৫৭৯.৯৭ মে.টন হিমায়িত (Frozen) মাছ রপ্তানি করে ৩৬.৩২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৯৫২.২৪ মে.টন বরফায়িত (Chilled) মাছ রপ্তানি করে আয় হয়েছে ২.৮০ মিলিয়ন ইউ এস ডলার। এছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতে বরফায়িত মাছ রপ্তানি করা হয় যার মূল ভোক্তা প্রবাসী ভারতীয় ও বাংলাদেশী।বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণে ইতোমধ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে :মায়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ, আইনি ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত বিশাল জলসম্পদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, আহরণ ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে কন্সালটেশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কন্সালটেশন ওয়ার্কশপে উপস্থাপিত সুপারিশমালার ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে স্বল্প, মধ্য ও র্দীঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করে প্রকাশনা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত স্বল্প, মধ্য ও র্দীঘমেয়াদী পরিকল্পনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কতিপয় স্বল্পমেয়াদী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পরিবেশ-বান্ধব মৎস্য আহরণের জন্য সকল প্রকার মৎস্য ট্রলারকে মিডওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬১টি বটম ট্রলারকে মিড ওয়াটার ট্রলারে রূপান্তর করা হয়েছে।মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের গতিবিধি, অবস্থান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ট্রলারসমূহে VTMS (Vessel Tracking Monitoring System) সংযোজন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৩টি ট্রলারে স্যাটেলাইট বয়া সংযোজন করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১৫/০১/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে প্রণীত জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে চূড়ান্তকরণ খসড়াটি পরিমার্জিত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়টি নির্ধারিত হবে।মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল মৎস্য নৌযান/ট্রলার সমূহকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা হচ্ছে।বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রজনন মৌসুমে ডিমওয়ালা মাছ ও চিংড়ির নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং মাছের মজুদ সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রতিবছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক ট্রলার দ্বারা সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত এবং গোচারীবিহীন (IUU) মৎস্য আহরণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকি (MCS) কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে।সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং অতি আহরণ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন, বিধিসমূহ সংশোধন করা হচ্ছে।মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল, পদ্ধতি এবং আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।ক্ষতিকারক মৎস্য আহরণ জাল-সরঞ্জাম সমূহ পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করে পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly) জাল-সরঞ্জাম ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।অতি অভিপ্রায়নশীল (Migratory) এবং স্ট্র্যাডলিং প্রজাতির মৎস্য সম্পদ- টুনা, ম্যাকারেল ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় আঞ্চলিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা সংস্থা যেমন Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Asia Pacific Fisheries International Commissiion (APFIC), Bay of Bengal Programme-International Government Organization (BOBP-IGO) এর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা হচ্ছে।গভীর সমুদ্রে উচ্চ অভিগমনপ্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি আহরণের লক্ষ্যে Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্যভূক্তির নিমিত্তে ২২ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি. তারিখ বুসান, দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত Compliance Committee এর ১২তম সভায় বাংলাদেশকে Co-operation Non Contracting Party হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প** এর আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ এবং ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৭ বছরে ১৫ জেলার ৮০ উপজেলার ২ লক্ষ ২৪ হাজার ১০২ জাটকা জেলে পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৮১ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত জেলেদের মোট খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৭ বছরে ৩২ হাজার ৫০৯ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল পালন, ভ্যান/ রিক্সা ক্রয়, সেলাই মেশিন, ইলিশ ধরার জাল প্রদান, খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেঃটন, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৮৭ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। চিংড়িতে অপদ্রব্য পুশ বন্ধের জন্য মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুশকৃত মাছ/চিংড়ি যেন বিদেশে না যায় সেজন্য বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন- মোবাইল কোর্ট/ অভিযান, কারখানা পরিদর্শন, ডিপো/ আড়ত, অবতরণ কেন্দ্র ডকুমেন্ট পরিদর্শন। তাছাড়া মৎস্য ও চিংড়ি খামারে স্টেরয়েড, হরমোন ও রাসায়নিক দ্রব্য এর ব্যবহার মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সালে মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ সংশোধন করে উপযুক্ত বিধি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সময়ে HACCP কর্মসূচীর অংশ হিসেবে প্রতিটি কারখানায় মেটাল পুশ রোধের জন্য মেটাল ডিটেক্টর বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহারের বিধান করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে মেটাল পুশের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-১৯৯৭ (২০০৮ ও ২০১৪ সালে সংশোধিত) বিধি -২১ ও ২২ এর আওতায় মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ শাখা হতে প্রতি বছর NRCP (National Residue Control Plan) কর্মসূচির মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের খামার হতে মাছ/চিংড়ি ও মৎস্য খাদ্য ইত্যাদি নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্টেরয়েড, স্টিলবিন, ক্ষতিকারক ঔষধ ও রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা কর্তৃক চলতি ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ২২টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং ১২৩৫ কেজি চিংড়ি বিনষ্ট করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে মোট ৪১৫টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৬৬টি। উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মোট ২১৩টি মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালিত হয়েছে। মোবাইল কোর্ট/অভিযানের মাধ্যমে ৮,৯৩,৩০০০ টাকা জরিমানা এবং ২০,৮২৪ কেজি চিংড়ি ও ২০০ কেজি সাদা মাছ বিনষ্ট করা হয়েছে এবং ৫ জনকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে কারখানার জরিমানার পরিমাণ ছিল মোট ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা এবং মোট ৪,৮৬৪ টি ঘোষিত রপ্তানি কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন করা হয়। এ সময় কারখানা রুটিন পরিদর্শনের সংখ্যা ছিল ৫৭৯টি। বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে Value Added মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পাঠানো হয় যেমন-Frozen (Cooked, fresh, peeled & divine), Salted & dried। বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত চিংড়ি ও মৎস্যপণ্যের প্রায় ৭০% Value Added হিসেবে রপ্তানি হয়ে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে INFOFISH নামক Inter Governmental Organization ready to cook fillet প্রস্তুত করার প্রযুক্তি বাংলাদেশে হস্তান্তরের জন্য ২০১১ সালে Common Fund for Commodities (CFC)/FAO এর সহায়তায় একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের partner হিসেবে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে স্থাপিত ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলাস্থ মেসার্স Virgo Fish & Agro Process Ltd –কে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক সম্প্রতি লাইসেন্স (DHK-124) প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি শীঘ্রই Trial Production শুরু করবে। এছাড়াও পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের ফিলেট (Fillet) উৎপাদনের লক্ষ্যে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় স্থাপিত মেসার্স Seven Oceans Fish Processing Ltd. নামক অপর একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাকেও সম্প্রতি মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক লাইসেন্স (DHK-125) প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে মেসার্স এসবি গ্রুপ অনুরূপ একটি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ক্রমে বাংলাদেশ-আমেরিকান এগ্রো কমপ্লেক্স প্রাঃ লিঃ ও মেসার্স সি রিসোর্ট লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান ready to cook মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপনের কাজ করছে। ইতোমধ্যে কুমিল্লার একটি প্রতিষ্ঠান, Sea Mark (BD) চট্টগ্রাম, Saint Martin Seafood, খুলনা, BD Seafoods, চট্টগ্রাম, গোল্ডেন হারভেস্ট, গাজীপুর প্রতিষ্ঠান সমূহ high value added fish product যেমন: Fish Ball, Fish Nugget, Fish Finger ইত্যাদি প্রস্তুত করে স্থানীয় বাজারে সরবরাহ করছে।বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া, কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। বর্তমান ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই/১৫ হতে জানুয়ারি/১৬ পর্যন্ত কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৮,৭৪০.৬৮ মে.টন ও মূল্য ছিল ১৭.৩৩ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার। উল্লেখ্য ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মাসে ৯৮৫.৮৬ মেঃটন কাঁকড়া, কুচিয়া রপ্তানী করে ১.৮৩ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার আয় হয়েছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহ ও সদয় নির্দেশনায় দেশে কাঁকড়া ও কুচিয়ার চাষ জনপ্রিয় করে তোলা, কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষ বিষয়ক নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ মেয়াদে **‘‘বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা’’** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ৬,৭৮০ জন সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৮৯৭ টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ২৭০টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনের জন্য প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলায় একটি কাঁকড়া হ্যাচারি নির্মাণ করা হবে।মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় কেবলমাত্র উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তরিত জলমহালসমূহ মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণে সংগঠিত সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে জলমহালের জৈব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কর্মশালা বাস্তবায়ন করা হয়। তবে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী জলমহাল ব্যবস্থাপনায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের ভূমিকা গৌণ, জেলা/ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কমিটিতে একজন সদস্য। জেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক এবং সদস্য সচিব রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি)। উপজেলা পর্যায়ের জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সদস্য সচিব সহকারী কমিশনার (ভূমি)। দেশে বিদ্যমান জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করে নিবন্ধকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান” প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে, ১১ লক্ষ ৪০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১১ লক্ষ ২০ হাজার জেলের পরিচয়পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের (ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস) কারণে নিহত বা বাঘের আক্রমনে, সাপের কামড়ে অথবা কুমিরের কামড়ে নিহত জেলে পরিবারের পুনর্বাসনের সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প” এর আওতায় এ পর্যন্ত ১৬ টি জেলার ২৮ টি উপজেলার ২৪৭ জন নিহত জেলে পরিবারের মধ্যে সর্বমোট ১,১৯,৭০,০০০.০০ (এক কোটি উনিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। জলজ সম্পদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের নিমিত্ত জলাশয় সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের সমন্বয়ে সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। গত ৫ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৬৫৮টি এবং স্থানীয় উদ্যোগে ১৬টি অভয়াশ্রমসহ ৬৭৪টি অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। এসব অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে প্রজনন ও বংশ বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতি যথা-চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউস, আইড়, টেংড়া , মেনি, রাণী, সরপুঁটি, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, চাকা, গজার, তারা বাইম ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। ফলে বছরে প্রায় ৩ হাজার মে.টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হচ্ছে।মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। “মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প” চলাকালীন সময়ে ঢাকা সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১০,০০০টি সচেতনতামূলক সভা, ৫৪,৬৭৫জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার, মৎস্যজীবি/জেলে প্রতিনিধি , ৫০০০ জন মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধি ও ৭৭৫ জন মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৪১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে । যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ফরমালিন প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase chain reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।  | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং কোন কোন দেশে কি রপ্তানি হচ্ছে তার নামসহ প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অগ্রগতি প্রতিবেদন (প্রতিশুতি ও নির্দেশনাসমূহ পৃথকভাবে) মন্ত্রণালয়ে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।  |
| ৪.২ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ। | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভাকে অবহিত করেন যে, evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i (APA)জুলাই-,২০১৫ থেকে ফ্রেরুযারি, ১৬ পর্যন্ত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য উপসচিব (মৎস্য-১) ও আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট ১৩/০৩/২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের APA বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর আওতায় ৩০০ হে. আবাসস্থল উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। ফ্রেব্রুয়ারী,২০১৬ পর্যন্ত ১৩৬.৭৪ হে. আবাসস্থল উন্নয়ন করা হয়েছে।২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর আওতায় ২৩০ হে. বিল নার্সারি স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। ফ্রেব্রুয়ারী,২০১৬ পর্যন্ত ৬৬.১২ হে. বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের APA বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রতিমাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। ছাগলের বাচ্চা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট হতে অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অবহিত করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** APA-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যা দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রেরণ করা হবে। **বিএলআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর অগ্রগতি ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি-২০১৬-১৭ খসড়া মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে (হার্ডকপি এবং সফট কপি) প্রেরণ করা হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য একটি খসড়া প্রণয়ন করে গত ২২/১১/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।যেসকল বিষয়ে অগ্রগতি কম হয়েছে সেসকল বিষয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।  | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পযালোচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মৎস্যের আবাসস্থল উন্নয়ন, বিল নার্সারী স্থাপন এবং ছাগলের বাচ্চা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৩ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন।  | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক)** **‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬’’:** “মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৬ এর খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **(খ)** **প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬:** মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৬ এর উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে আইন ও বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া গেছে। উক্ত মতামতে প্রস্তাবিত আইনের সংগে কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামতের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০৪-০২-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হয়েছে। সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের পূর্বে এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে পূর্বানুমতি গ্রহণের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। **(গ)** **‘‘পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’:** লেজিসলেটিভ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বর্ণিত বিধিমালার প্রাথমিক খসড়ার (Rudimentary draft) উপর প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মতামতের উপর গত ০৬-১২-২০১৫ তারিখে অভ্যন্তরীন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে মতামত সংশোধনকরতঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে। উক্ত বিধিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য বিগত ৩১-০১-২০১৬ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে সংশোধিত বিধিমালা পাওয়া গেছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **(ঘ)** **‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’:** “বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৬” মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে সারসংক্ষেপ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে আগামী ১০-০৪-২০১৬ তারিখে অভ্যন্তরীণ সভা আহবান করা হয়েছে।**(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। **(চ) অবৈধ কারেন্ট জালঃ** এ বিষয়ে এ্যাটর্ণী জেনারেল অফিসের সংগে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। চেম্বার জজ কর্তৃক প্রদত্ত স্থগিতাদেশ বিধি মোতাবেক বর্ধিত হয়েছে মর্মে এওআর প্রত্যয়ন পত্র দিয়েছেন। সেটি জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জকে অবহিত করা হয়েছে। শুনানীর কাযক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**(ছ) জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ এবং জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৬:** জাতীয় ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ ও জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬ চূড়ান্ত করার জন্য বিগত ২৭-০১-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নীতিমালা ও আইন চূড়ান্তকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে বিগত ২৮-০২-২০১৬ তারিখের মধ্যে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল কিন্তু অদ্যাবধি কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়নি বিধায় পুনরায় তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। **(জ)** **সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালাঃ** সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালার খসড়ার উপর একাধিক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতামত প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছিল। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ হতে মতামত পাওয়া যায়। প্রাপ্ত মতামতের আলোকে “জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা-২০১৬” এর ওপর আগামী ১৭/০২/২০১৬ তারিখে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে নীতিমালাটি পুনর্গঠন করে শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। **(ঝ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমি আইন, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য গত ১১-০২-২০১৬ তারিখে অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রস্তাবিত আইন সংশোধন করা হচ্ছে।**(ঞ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬:**বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬-এর খসড়া চূড়ান্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। | **(ক)** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(খ)** বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(গ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঘ)** দ্রুত সার-সংক্ষেপ প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঙ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(চ)**বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ছ)** আইন ও নীতিমালার বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(জ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।**(ঝ)**মেরিন ফিশারিজ একাডেমির গঠন ও পরিচালনা সংক্রান্ত আইন দ্রুত চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। **(ঞ)** দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/ DG, DOF/ অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ উপসচিব-মৎস্য-৪/ প্রাণিসম্পদ-৩)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি |
| ৪.৪ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন।   | এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ মার্চ ২০১৬ মাসে জেলা/ উপজেলা পরিদর্শন করেছেন। **(১)** জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, উপসচিব (মৎস্য-১) গত ২০/০৩/২০১৬ ও ২১/০৩/২০১৬ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার এফসিডিআই প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। **(২)** ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ, উপসচিব (বাজেট) ০৬ মার্চ ২০১৬ তারিখ চুয়াডাঙ্গা জেলার মৎস্য কর্মকর্তার কাযালয় এবং নির্মাণাধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ULDC) পরিদর্শন করেছেন। **(৩)** জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, উপসচিব (মৎস্য-৫) ১০-১২ মার্চ ২০১৬ তারিখ বরিশাল ও ভোলা জেলা এবং ১৭-১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখ দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।**(৪)** জনাব অসীম কুমার বালা, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৪) ০৯-১২ মার্চ ২০১৬ তারিখ বরিশাল জেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর, বাকেরগঞ্জ উপজেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করেছেন। **(৫)** বেগম দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ১০ মার্চ ২০১৬ তারিখ শেরপুর জেলার নকলা ও নালিতাবাড়ি উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কাযালয়সমূহ এবং এর আওতাধীন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেছেন। **(৬)** বেগম কে, এফ,এম, জেসমীন আখতার, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) ০৩-০৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের কাযক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(৭)** জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, উপসচিব (প্রশাসন-২) ০৪-০৬ মার্চ ২০১৬ তারিখ কিশোরগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়নাধীন এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চলমান প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন করেছেন। **(৮)** জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপপ্রধান ২৪-২৫ মার্চ ২০১৬ তারিখ বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় বিএফডিস‘র মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং বাস্তবায়নাধীন IAPP প্রকল্পের কাযক্রম পরিদর্শন করেন। **(৯)** বেগম নিগার সুলতানা, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, উপজেলা মৎস্য দপ্তর পরিদর্শন করেছেন এবং ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখ ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার এফসিডিআই ও কেরাণীগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর পরিদর্শন করবেন। **(১০)** জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ১৮-১৯ মার্চ ২০১৬ তারিখ রংপুর জেলায় মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযক্রম পরিদর্শণ করেন। **(১০)** জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ৪-৬ মার্চ ২০১৬ তারিখ ভোলা জেলার সদর ও দৌলতখান উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন। **(১১)** বেগম মাহমুদা মাসুম, সহকারী প্রধান ২৭-২৮ মার্চ ২০১৬ তারিখ হবিগঞ্জ জেলার মৎস্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন কাযক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(১২)** জনাব মোঃ নূরে আলম, সহকারী প্রধান ৩-৪ মার্চ ২০১৬ লক্ষ্মীপুর জেলায় বাস্তবায়নাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।**(১৩)** বেগম তানজিনা শাহরীন, সহকারী প্রধান ০৫-০৬ মার্চ ২০১৬ তারিখ লক্ষ্মীপুর জেলার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন।মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ মাসে মাঠ পযায়ে এফসিডিআই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। তাই উক্ত ০২ মাসে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রতিমাসে একাধিকবার জেলা/ উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন (এফসিডিআইসহ) প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | (১)জেলা/উপজেলা পযায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ)পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ যথাযথভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর দাখিল ও নির্ধারিত ছকানুযায়ী সভায় আলোচনাযোগ্য তথ্য উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ মাসে একাধিকবার জেলা/ উপজেলা অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (FCDIসহ) পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, DoF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রশাসন-২/ প্রশাসন-৩) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ৪.৫  | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার  | সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার প্রচারের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জন্য আলাদা আলাদা সেল গঠন করার নিমিত্ত সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ০৫/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ টেলিভিশনে “জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক” আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।বিগত ০৭/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক, বিএফআরআই এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), জাটকা রক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয়কারী, মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে বাংলাদেশ বেতারে “জাটকা সংরক্ষণ বিষয়ক” আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।বিগত ১৬/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এর অংশগ্রহণে এটিএন বাংলা চ্যানেলে “হাওরে মাছ চাষের সম্ভাবনা বিষয়ক” আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।evsjv‡`k †Uwjwfk‡b cÖwZw`b mKvj 7:30 wgwb‡U Òevsjvi K…wlÓ Abyôv‡b 5 wgwbU e¨vcx grm¨ welqK wewfbœ cÖwZ‡e`b cÖPvwiZ nq|GQvov cÖwZ mßv‡n Ô‡`k Avgvi gvwU AvgviÕ I Ô†mvbvjx dmjÕ bv‡g 1wU K‡i 2wU cÖvgvY¨ Abyôvb Ges gv‡m †gvU 8wU cÖvgvY¨ Abyôvb evsjv‡`k †eZv‡i cÖPvwiZ n‡”Q|**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২২/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের নং- শাখা-৪/বিবিধ-৭৮(১)/২০০৭/৬৬৯(১)/১ সংখ্যক স্মারকে মাঘ - চৈত্র/১৪২২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ অনুষ্ঠানে সন্ধ্যা-৭.০৫ মিঃ ফালগুন মাসের ১ম সপ্তাহে গাভীর প্রজনন ব্যর্থতা: কারন করনীয় সম্পর্কে**, ২য় সপ্তাহে পোল্ট্রি খাদ্য হিসাবে ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন সম্পর্কে, ৪র্থ** সপ্তাহে গরুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রনে করনীয় সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে পোল্ট্রি খাদ্য হিসাবে দানাদার ভূট্টার ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সেই সাথে কৃষি বিষয়ক কার্যক্রমের ‘‘সোনালী ফসল’’ অনুষ্ঠানেও সন্ধ্যা-৬.০৫ মিঃ ফালগুন মাসের ১ম সপ্তাহে গরুর বাদলা ও গলাফুলা রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে, ২য় সপ্তাহে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ইউরিয়া খাওয়ানোর পদ্ধতি ও সতর্কতা সম্পর্কে, ৩য় সপ্তাহে বাছুরের নাভী ফোলা ও পেট ফাপা রোগ নিয়ন্ত্রনে করনীয় সম্পর্কে ৪র্থ সপ্তাহে অধিক মাংস উৎপাদনে ব্রাহমা জাতের গবাদিপশু লালন পালন সম্পর্কে ও ৫ম সপ্তাহে গরুর এনথ্রাক্স রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বাংলাদেশ বেতারে ইতোমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** **(১)** ১২/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিএলআরআই নাইক্ষ্যংছড়ি আঞ্চলিক কেন্দ্রের পশু পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ল্যাবঃ ভবনের উদ্বোধন ও পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মাঝে ভেড়া বিতরণ এর খবরটি একই দিন প্রায় ১০টি চ্যানেলে বিভিন্ন সময়ে প্রচার করে। ঐদিন এবং পরের দিন প্রায় ১২/১৫টি জাতীয়, আঞ্চলিক ও অনলাইন পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশ হয়।**(২)** ২৯/০২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বাংলাদেশে ক্ষুরারোগের মাষ্টার সীড বিএলআরআই এর মহাপরিচালক মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর নিকট হস্তান্তর করেন। যা একই দিন বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলে প্রচার করে। পরের দিন বিভিন্ন পত্রিকায় খবরটি ছাপা হয়।**(৩)** টেস্ট টিউবে বাছুর উৎপাদনে বিএলআরআই এর সাফল্য- বাংলাদেশের সমস্ত বেসরকারী চ্যানেলে ৬-১০ মার্চ প্রায় প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে। তাছাড়া সকল পত্রিকায় ছবিসহ এবং অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও কোন কোন চ্যনেল পুনরায় প্যাকেজ আকারে প্রচার করছে।**(৪)** গত ১৪/৩/১৬ খ্রিঃ তারিখ বিএলআরআই সম্মেলন কক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক AFACI কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলে প্রচার করা হয়।**(৫)** গত ১৫/৩/১৬ খ্রিঃ তারিখ নাইক্ষ্যংছড়িতে ভেড়া বিতরণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নারায়ণ চন্দ্র চন্দ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জনাব বীর বাহাদুর উশৈসিং এবং বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. তালুকদার নূরুন্নাহার। যা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা থেকে **“নিউজ লেটার”** নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।বিএফআরআই ও বিএলআরআই-এর গবেষণা নিয়মিত প্রচার করারও সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) এ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা কর্তৃক “নিউজ লেটার” নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয।  | DG, DoF/ DG, DLS/ DG, BFRI/ DG, BLRI/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা  |
| ৪.৬ | অডিট আপত্তি।  | সহকারী সচিব (প্রশাসন-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, সম্প্রতি সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা অফিসকে প্রতিমাসে নুন্যতম ২টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে গত ১০/০৩/২০১৬ তারিখে সাধারণ চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। সিদ্ধান্তের আলোকে জানানো যাচ্ছে, এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে দুইটি ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র পাওয়া গেছে। উক্ত কার্যপত্রের আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রশাসন-৩ অধিশাখা) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে গত ২৩ ও ২৪ মার্চ, ২০১৬ তারিখ যথাক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা এবং কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকায় ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মোট ১৩ + ১০=২৩টি আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচিত ২৩টি অনুচ্ছেদই নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহের ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিভাগওয়ারী ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসের তথ্যাদি ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে যা নিম্নরূপঃ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম | মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | হালনা-গাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা | গত মাসে সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভা সংখ্যা | গত মাসে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | মন্তব্য |
| মওপম | ১১ | - | ১১ | - | - |  |
| ডিএলএস | ৮৫৩৫ | ৫৮০৯ | ২৭৪ | ০২ | - |  |
| ডিওএফ | ১৩১২১ | ৯১০৬ | ৪০১৫ | ০২ | - |  |
| বিএফডিসি | ১৮১৫ | ১১৭৭ | ৬৩৮ | - | - |  |
| বিএফআরআই | ৬১২ | ৪৯১ | ১২১ | - | - |  |
| এমএফএ | ২৩ | ১১ | ১২ | - | - |  |
| মপতদ | ৫ | ২ | ৩ | - | - |  |
| বিভিসি | ৪৫ | ৩১ | ১৪ | - | - |  |
| বিএলআরআই | ২৮২ | - | - | - | - |  |

 | নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে আধাসরকারি (ডিও) পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (প্রশা-৪)  |
| ৪.৭ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি   | উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তরের মোট মামলার সংখ্যা ৬৬৪। মামলার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে।**মৎস্য অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে চাকরী সংক্রান্ত ২টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে এবং দ্রুত নিস্পত্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ফেব্রুয়ারী/২০১৬ পর্যন্ত মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি নিম্নরুপ: ১। জজকোর্টের মামলা- ১২ টি২। হাইকোর্টের মামলা - ৫৪ টি ৩। সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে - ০৭ টি৪। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে- ০৪ টি এবং৫। মোবাইল কোর্ট মামলা- ০৪ টি। **বিএফআরআই**: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১২টি মামলা রয়েছে। মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে Follow up করা হচ্ছে। **বিএলআরআই** : রীট মামলাগুলো চলমান /প্রক্রিয়াধীন। কিছু কিছু মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।**বিএফডিসি**: বিএফডিসি’র বর্তমানে মোট ৭৯টি মামলা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মহামান্য হাইকোর্টে রীট মামলা ১৮টি, আপিল বিভাগে ১টি, জেলা জজ আদালতে ১১টি, ফৌজদারী আদালতে ৮টি সহ মোট ৩৮টি মামলা রয়েছে। এছাড়া বহিঃস্থ ইউনিটে মোট ৪১টি মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নিয়মিত Follow up করা হচ্ছে।  | অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিয়মিত Follow up এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-২ ও আইন)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ৪.৮ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি।  | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। উক্ত সার্কুলারে উল্লেখ রয়েছে যে, ‘‘সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এলপিআর/ পিআরএল-এ গমণের পূর্বের ০৩ বছরের রেকর্ডের ভিত্তিতে না-দাবি প্রত্যয়ন পত্র সংগ্রহপূর্বক পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।’’ এ সার্কুলারের আলোকে ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পেনশন কেইসগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে কোন অডিট আপত্তি আছে কিনা সে বিষয়ে প্রস্তাব প্রাপ্তির পর অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জবাব দেয়ার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখার উপসচিব জানান যে, **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০২ জন কর্মকর্তার পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অডিট শাখার মতামতের জন্য অনিষ্পন্ন রয়েছে ০৬টি। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** চলতি মাসে মৎস্য-১ অধিশাখায় ০২টি সংশোধিত পেনশন কেইস পাওয়া গেছে। কাযক্রম চলমান রয়েছে।  | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১) |
| ৪.৯ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) সভায় জানান যে, হলুদ প্লেটের গাড়ীর বিষয়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি স্থায়ী আদেশ জারীর নিমিত্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে একটি খসড়া সার-সংক্ষেপ চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ (ক)** মৎস্য অধিদপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ীগুলোর বিষয়ে এনবিআর এ পুনঃ যোগাযোগ করে জানা যায় এনবিআর হলুদ প্লেটের তিনটি গাড়ির তথ্য জানানোর জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টমস-এ পত্র দিয়েছে। কাস্টমস থেকে তথ্য জানার পর পরবর্তী অগ্রগতি জানা যাবে। ইতোমধ্যেই এনবিআর এ কার্যক্রমের তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়েছে। দপ্তরের হলুদ প্লেটের গাড়ির ট্যাক্স পরিশোধ সংক্রান্ত বিষয়ে এনবিআর এর মতামত চাওয়া হলে এখন পর্যন্ত কোন মতামত পাওয়া যায় নাই। **(খ)** সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) হতে প্রাপ্ত ২টি হলুদ প্লেটের গাড়ী মৎস্য অধিদপ্তরের নামে নিবন্ধন করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-প্রাসঅ/২এ/গপেকা-৬৭/২০১৫/১২৩৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে হলুদ প্লেটের যানবাহনগুলো মেরামত, ব্যবহার বা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রতিটি গাড়ীর বিবরণ ও কাগজপত্রের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে Follow up অব্যাহত আছে। **বিএলআরআইঃ** এটক-১৮৪ নম্বর মাইক্রোবাসটির জাইকা কর্তৃক অনুদান হিসেবে বিএলআরআইকে ন্যস্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিধি মোতাবেক সিডি ভ্যাট এর অর্থ পরিশোধ করাসহ মালিকানা হস্তান্তরের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে আবেদন করা হয়েছে।  | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই-এর হলুদ প্লেটের গাড়ীর ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখা   |
| ৪.১০ | এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ। | মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য পূর্বের কমিটির ন্যায় চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের বিষয়ে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **(ক)** চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভাপতি**(খ)** উপসচিব (প্রশাসন-২), এ মন্ত্রণালয় সদস্য**(গ)** উপসচিব (মৎস্য-৩), এ মন্ত্রণালয় -ঐ-**(ঘ)** উপপরিচালক (উপসচিব), মপ্রাতদ সদস্য-সচিবউপপরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর সভাকে জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের কাযক্রম সম্পর্কিত পরবর্তী বাৎসরিক প্রতিবেদন পুস্তকাকারে ৩০/৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করার জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থার বার্ষিক কাযক্রমের পরবর্তী সংখ্যা ৩০/৯/২০১৬ তারিখের মধ্যে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  | চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/ মৎস্য/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/ প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপপরিচালক, মপ্রাতদ/ উপসচিব (প্রশাসন-২)  |
| ৪.১১ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বিগত ১৭.০১.২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং-৩৩.০২.০০০০.১২৩. ১০.০০০.১২-০৪ এর মাধ্যমে প্রথম শ্রেণির ৫৯৮ জন ক্যাডার কর্মকর্তা ও ২১৮ জন নন-ক্যাডার কর্মকর্তার ডাটাবেইজ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করণের লক্ষ্যে গত ২৮/০২/১৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কার্য্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কার্য্যাদেশে ডাটাবেজ প্রস্তুত করণের লক্ষ্যে ৪৫ দিন নির্ধারিত রয়েছে। সে অনুযায়ী কাজটি এপ্রিল/১৬ মাসের ১৪ তারিখের মধ্যে সম্পুর্ণরূপে প্রস্তুত সম্পন্ন হবে। এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ডাটাবেজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। **বিএফডিসিঃ** ইতোমধ্যে কর্পোরেশনের জনবলের ডাটা বেইজ ও ১ম শ্রেণির সকল কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।**বিএলআরআইঃ** গত ২০/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে স্মারক নং-বিএলআরআই/এম-২৫/২০১৬/১২৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সকল জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত।  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, গত ১৫/৫/২০১৪ তারিখে ২৪২ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা-২০১৩ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি এ মন্ত্রণালয় হতে গত ২৯/১০/২০১৪ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪/১২/২০১৫ তারিখে এ বিষয়ে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে জানা যায় যে, অর্থ বিভাগে এ সংক্রান্ত নথিটি অনুমোদিত হয়েছে। পত্র জারীর প্রক্রিয়া চলছে।  | এ বিষয়ে Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)।  |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ১৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে ০৯/৮/২০১৫ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। কোন জবাব পাওয়া যায়নি। অত্র মন্ত্রণালয় হতে বিগত ০৯/০৩/২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে।এ বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | মৎস্য অধিদপ্তর থেকে পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ DG, DOF/ উপসচিব (মৎস্য-১)। |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন। | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, গবাদিপশু ও পোল্ট্রি ফার্ম রেজিষ্ট্রেশন ফি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন ফার্ম রেজিস্ট্রেশন ফেব্রুয়ারী/১৫ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| খামার | জানুয়ারী/ ১৬ পর্যন্ত | ফেব্রুয়ারী/ ১৬ মাসে | ফেব্রুয়ারী/১৬ পর্যন্ত সর্বমোট |
| গাভীর খামার | ৫৮,০২৪ | ২৩ | ৫৮,০৪৭ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯০৩ | ০১ | ৩,৯০৪ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬১৫ | ০১ | ৩,৬১৬ |
| মোট | ৬৫,৫৪২ | ২৫ | ৬৫,৫৬৭ |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৮৩৮ | ১৩ | ৫৩,৮৫১ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৫৬০ | ০১ | ১৮,৫৬১ |
| হাঁস খামার | ৭,৬৮০ | - | ৭,৬৮০ |
| হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২০৫/১৫ | - | ২০৫/১৫ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,২৯৮ | ১৪ | ৮০,৩১২ |
| সর্বমোট খামার | ১,৪৫,৮৪০ | ৩৯ | ১,৪৫,৮৭৯ |

পরবর্তীতে রেজিষ্ট্রেশন হলে তার তথ্য প্রেরণ করা হবে।(ক) দেশের সকল বেসরকারী খামার নিবন্ধনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।ফিড মিল ফেব্রুয়ারী/২০১৬ পর্যন্ত ১০৯ ৎটি রেজিষ্ট্রেশন হয়েছে এবং ৫৭ টি আবেদনপত্র রেজিষ্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন)টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।  | দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/উপসচিব (প্রাস-২) |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ।  | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেরিনারি কলেজের ২৩ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।  | ২৩ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ DG, DLS  |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদসৃজনের বিষয় বিবেচনার লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণকরা হয়েছে।  | বিষয়টি Follow up অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, DLS/উপসচিব (প্রাস-১)  |

৭। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা/ অগ্রগতি | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৭.১ | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে কর্মরত ১১+৪=১৫ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীর পদের অনুমোদন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) সভাকে অবহিত করেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১১/০৫/২০১৫ তারিখের চাহিদা মোতাবেক অর্থ বিভাগের বেতন স্কেল নির্ধারণের সম্মতি পত্র পাওয়া গেলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশানুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের গত ১/৭/২০১৫, ১৭/০৫/২০১৫ ও ২৭/০৫/২০১৫ তারিখের পত্রের চাহিদামতে রেজিষ্ট্রার কর্তৃক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল অর্গানোগ্রামের কপি (প্রস্তাবিত পদগুলি ভিন্ন কালিতে প্রদর্শনসহ) প্রেরণ না করায় এ মন্ত্রণালয় হতে গত ১৯/০১/২০১৬ ও ২৪/০২/২০১৬ তারিখে পুনরায় অনুরোধ করা হয়। উক্ত তথ্যাদি প্রেরণ না করায় এ মন্ত্রণালয় হতে ১০/০৩/২০১৬ তারিখে যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।রেজিস্টার ১৩/৩/২০১৬ তারিখে প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামের কপি প্রেরণ করেছে। উক্ত প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের নিমিত্ত নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।  | বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (প্রাস-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |

৮। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| ৮.১ | নিয়োগবিধি অনুমোদন।  | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬/৫/২০১৫ তারিখে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ১১শ সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে যে, “উপযুক্ত পযবেক্ষণের আলোকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের বিদ্যমান জনবল মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করতে পারে”। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিয়োগবিধির বিষয়ে সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | সচিব কমিটির সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত পুনঃ প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (প্রশা-২)/ উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। |

৯। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি।  | উপসচিব (মৎস্য-৫) সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে অনুসরণ করা হবে মর্মে বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | DG, BFRI/ উপসচিব (মৎস্য-৫)  |

১০। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১০.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন  | সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৭/০৪/২০১৪ তারিখে এ মন্ত্রণালেয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও পুণর্বিন্যাস সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় হতে ১৮/১১/২০১৪ তারিখে বিএলআরআই এর সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার ও পুণর্বিন্যাস প্রস্তাবনা-২০১৪ অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১৫/০২/২০১৫ তারিখে বিএলআরআই এর সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃজনের বিষয় ১১টি বিষয়ে তথ্যসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত তথ্যাদি বিএলআরআই হতে সংগ্রহপূর্বক এ মন্ত্রণালয় হতে ১৮/০৫/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ৩৯৪ (তিনশত চুরানব্বটি) টি পদ অন্তর্ভূক্তিসহ মোট ৫৯৫ (পাঁচশত পঁচানব্বই) টি পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর রাজস্বখাতে ৩৯৪ টি পদ সৃজনের বিষয় ০২টি বিষয়ে তথ্যসহ প্রস্তাব পুনরায় প্রেরণের অনুরোধ করেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদ অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় হতে ০৫/১০/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর রাজস্বখাতে ৩৯৪ (তিনশত চুরানব্বই) টি পদ সৃজনের নির্ধারিত ছকের ১৬ নং ক্রমিকে বর্ণিত পদ সৃজনে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট সুপারিশ ও সময় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (পৃষ্ঠা ৩৩৫-৩৩৯) সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত এবং পদ সৃজন সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে সকল তথ্য প্রমাণক শাখা কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতঃ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর রাজস্বখাতে ৩৯৪ (তিনশত চুরানব্বই) টি পদ সৃজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৩/১১/২০১৫ তারিখের সভার নোটিশে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর রাজস্বখাতে ৩৯৪টি পদ সৃজনের বিষয় বিবেচনার নিমিত্ত যুগ্মসচিব (সওব্য-২) মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে গত ২৫/১১/২০১৫ তারিখে সভা আহবান করে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ২৩/১১/২০১৫ তারিখে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) এবং বিএলআরআই এর ড. তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক (অঃদাঃ) কে যোগদানের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উক্ত বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ২৫/১১/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১) এবং বিএলআরআই এর মহাপরিচালক (অঃদাঃ) ড. তালুকদার নুরুন্নাহার যোগদান করেছেন। এ বিষয়ে টেলিফোনে উপ-সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) বিএলআরআই এর মহাপরিচালকের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভার আলোচনা অনুযায়ী চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়টি নথিতে উপস্থাপন করা হলে অনানুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ রাখার জন্য সচিব মহোদয় সদয় নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় টেলিফোনে অনুরোধ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য বিএলআরআই এর মহাপরিচালক (অঃদাঃ) ড. তালুকদার নুরুন্নাহারকে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি সমন্বয় সভার এজেন্ডা হতে বাদ দেয়া যেতে পারে।  | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি নতুন পদ সৃজনের বিষয়ে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | DG, BLRI/ সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রাণিসম্পদ-২)  |

১১। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ১১.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে কর্মরত প্রশিক্ষক এবং কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে সংগৃহিত টিউশন ফি ও অন্যান্য কোর্স ফি এর ৩৫% সম্মানী ভাতা। | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থ বিভাগের যাচিত তথ্যাদি মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে এবং উক্ত তথ্যাদি গত ১৬/০২/২০১৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মতামত পাওয়া যায়নি। গত ২৩/০৩/২০১৬ তারিখে ৩৩. ০৭. ০০০০. ১২৯. ০১৮. ০১. ১৫-৭৪ স্মারকে মতামত প্রদানের জন্য অর্থ বিভাগকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়।  | বিষয়টি Follow up করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |
| ১১.২ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ অনুমোদন | উপসচিব (মৎস্য-৪) সভাকে অবহিত করেন যে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমিালা-২০১৫ এর সংশোধিত প্রস্তাব মেরিন ফিশারিজ একাডেমি হতে গত ১৭/০২/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। উক্ত নিয়োগ বিধিমালাটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।  | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৫ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | উপসচিব (মৎস্য-৪)/ অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |

১২। বিবিধ

| নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১২.১ | আই,টি বিষয়  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা- কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডমিন এ ই-মেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ভিডিত্ত কনফারেন্সিং সিস্টেম বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (BCC) এর সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ই-মেইলে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ই-ফাইলিং, ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক বরাদ্দ পাত্তয়া গেলে তা বাস্তবায়ন করা হবে। **বিএফডিসিঃ** আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা দ্রুত নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে বিএফডিসি’র ২জন কর্মকর্তাকে এটুআই প্রোগ্রামে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** গত ৪-৭ মার্চ/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ২০ জন বিজ্ঞানীকে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Unicode ব্যবহারের উপর ১৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** বিএফআরআই-এ ইতিমধ্যে ই-মেইল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ই-ফাইলিং ও ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।  | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থা/ দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কন্ফারেন্সিং ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-২) |
| ১২.২ | ইনোভেশন | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ইনোভেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি মৎস্য অধিদপ্তরের মাসিক সমন্বয় সভাতে নিয়মিত উপস্থাপিত হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প স্থাপন, প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম সহ মোট ২২টি ইনোভেশন কার্যক্রম সফলভাবে চলমান আছে।  | বিষয়টি নিয়মিত Follow up রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ চীফ ইনোভেশন অফিসার |
| ১২.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের পর ০৭ দিনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরে এ পর্যন্ত ৩টি ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিব্রিফিং এ নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ হতে প্রত্যাবর্তনকারী ৩৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিমাসে গড়ে ১টি করে ডি-ব্রিফিং সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ফেব্রুয়ারী/২০১৬ মাসে বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ (১) Training Programme on Molecular biological techniques for research in agriculture and biomedical sciences এর উপর ভারতে ০২ জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন। (২) Regional Workshop on Animal Welfare এর উপর শ্রীলংকায় ০৪ জন প্রশিক্ষনে অংশ গ্রহন করেন। **বিএলআরআইঃ** ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ইনস্টিটিউটে ডি-ব্রিফিং এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।  | মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১২.৪ | ই-টেন্ডারিং  | মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থায় ই-টেন্ডারিং প্রবর্তনের উপর সচিব মহোদয় গুরুত্বারোপ করেন। ১৭-২১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ সেন্ট্রাল প্রোকিউরমেন্ট টেকনিকাল ইউনিট (সিপিটিইউ)-এ PE User Module (ই-টেন্ডারিং)-এ মন্ত্রণালয়ের ০১ জন, মৎস্য অধিদপ্তরের ০২ জন ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০২ জনসহ মোট ০৫ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। মার্চ ২০১৬ হতে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে দরপত্রের কাযক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণের জন্য সচিব মহোদয় পুনঃনির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মার্চ/২০১৬ হতে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ব্রুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ও মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্প এর দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিষয়টি পর্যায়ক্রমে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** ই- টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। **বিএফডিসিঃ** ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও বাস্তবায়নের জন্য সিপিটিইউ এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।**বিএফআরআইঃ** সংস্থায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-টেন্ডারিং এবং আগামী ০১ মার্চ ২০১৬ থেকে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ই-টেন্ডারিং কাযক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে IMED এর CPTU-তে আবেদন করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** ই-টেন্ডারিং বিষয়টির উপর প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও প্রশিক্ষণ হয়নি।  | সংস্থা পযায়ে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মার্চ ২০১৬ হতে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দরপত্রের কাযক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (মৎস্য-১)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১২.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ | এ মন্ত্রণালয়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহায়কদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ ২৫ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ হতে শুরু হয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ (প্রথম পযায়)-এ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট গাড়ী চালকদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত সচিবালয় নির্দেশনাবলী/ চাকুরি বিধিমালা/ আর্থিক বিধিমালা/ আইটি/ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল/ তথ্য অধিকার আইন/ এপিএ/ অডিট/ আইটি/ ইনোভেশন/ সিটিজেন চার্টার/ নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে ১৯ হাজার ৬৮৪ জন সহ চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই হতে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৯১ হাজার ৩৭৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ (১)** অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।**(ক)** Food Laboratory Conclave Workshop এর উপর ০২ জন **(খ)** Training on Project Management (PM) about Procurement of Goods, Works and Services এর উপর ০৩ জন **(গ)** Certificate Award Ceremony for DLS Food Safety Master Trainers Workshop এর উপর ৩০ জন **(ঘ)** আঞ্চলিক কৃষি কারিগরি সমন্বয় কমিটি (RATCC) এর উপর ০৭ জন **(ঙ)** নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, বিষয়ক প্রশিক্ষণে ০১ জন **(চ)** Financial and Economic Analysis Training এর উপর ০৩ জন **(ছ)** National Workshop for awareness building on conservation and improvement of North Bengal Grey and Munshigonj cattle in Bangladesh এর উপর ০৪ জন **(জ)** Baseline technical capacity assessment of Development of Livestock Service এর উপর ০১ জন **(ঝ)** Consultation Workshop on Livestock Vaccine এর উপর ০৬ জন **(ঞ)** Refreshers Training on Procurement of Goods works and Services এর উপর ০৪ জন **(ট)** Training on Procurement of Goods Works and Services এর উপর ০৫ জন।ফেব্রুয়ারী/১৬ মাসে সর্বমোট ৬৬ জন আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন।**বিএফডিসিঃ** ২৭/০৩/২০১৬ থেকে ২৯/০৩/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিনের অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। এতে প্রধান কার্যালয় ও বহিস্থঃ কেন্দ্রের ১৭জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন। **বিএফআরআইঃ** সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত ইতিমধ্যে ১০০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটে এ পযন্ত ৫০ জন কর্মকর্তা এবং ৬৫ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে ১০০ ঘন্টার বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাকিদের পযায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।**বিএলআরআইঃ** গত ৪-৭ মার্চ/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ২০ জন বিজ্ঞানীকে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।Unicode ব্যবহারের উপর ১৭ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কাযক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। | অতিঃসচিব (প্রশাসন/ বাজেট)/ উপসচিব (মৎস্য-১/ প্রশাসন-৩/ বাজেট)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা |
| ১২.৬ | সিটিজেন চার্টার | সম্প্রতি পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, অধীনস্থ সকল অফিসে নতুন ফরম্যাটে প্রণীত সিটিজেন চার্টার এখনও তৈরী করা হয়নি। নতুন ফরম্যাটে সিটিজেন চার্টার তৈরী করতে হবে যাতে প্রদত্ত সকল সেবার নাম উল্লেখ থাকে। মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ যখন পরিদর্শনে যাবেন তখন উক্ত সিটিজেন চার্টার যথাযথভাবে তৈরী হয়েছে কিনা তা দেখবেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** পরিবর্তিত ফরমেটে সিটিজেন চার্টার তৈরি করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি চলমান রয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নীচতলায় অভ্যর্থনা কক্ষের দেয়ালে সিটিজেন চার্টার টানিয়ে দেয়া আছে এবং তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। বিষয়টি সার্বিক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের ১০/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-২২৯৪ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে।**বিএফডিসিঃ** হালনাগাদকৃত সিটিজেন চার্টার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ করে উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা হয়েছে ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। | সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ, উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ও জনগণের সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান/ উপসচিব (প্রশাসন-২)/ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা  |
| ১২.৭ | উপজেলা পযায়ে অফিস ও প্রকল্প পরিদর্শন। | জেলা পযায়ের কর্মকর্তাগণ মাসে অন্তত ০১ বার আবশ্যিকভাবে উপজেলা পযায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তবে মার্চ ও এপ্রিল ২০১৬ মাসে একাধিকবার পরিদর্শন করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়েছে এবং অনুসরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে মাসে অন্তত ০১ বার উপজেলা পর্যায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ০৩/১১/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.৭০০.০৩.১১০(১).১৫/৫৭১ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে, যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।  | জেলা পযায়ের কর্মকর্তাগণ আবশ্যিকভাবে মাসে অন্তত ০১ বার উপজেলা পযায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরিদর্শন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ ও সুস্পষ্ট পরিদর্শন প্রতিবেদন ০৫ দিনের মধ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১২.৮ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল  | কর্মস্থলে কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, সততা ও নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, যথাসময়ে কর্মসম্পাদন, চাকরি বিধি ও আর্থিক বিধি যথাযথ অনুসরণ ইত্যাদি বিষয় শুদ্ধাচার কৌশলের অংশ। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে ব্রিফিং ও ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** (১) মৎস্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা/২০১৫ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৫/১২/২০১৫ ইং তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.০০১. ৫৩.৮৩৩. ১৪-২৫৮৯ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ও মনিটরিং কার্যক্রম চলছে।(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৬ তারিখের নং ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১.০১৭.১৫-১৩৯০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** চলমান অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ের উপর একটি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতনা করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালন করার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (খামারী/কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।  | (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পযায়ে তা প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। (২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১২.৯ | নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মুখভাগসহ প্রতি তলায় সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। অত্র দপ্তরে ১২টি সংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র (Fire Extinguisher) গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্থাপনার নিরাপত্তা জোরদারকরণার্থে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং-৩৩.০২. ০০০০.১০৫.০৬.০০৪.১৪-১৩৯৯ তারিখ: ১০/১১/২০১৫ এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহে নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে সার্বক্ষনিক গার্ড দায়িত্বে আছে, মূল ভবনের ফটকেও পালাক্রমে সার্বক্ষনিক গার্ড দায়িত্ব পালন করছেন।এ ছাড়া অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ২০টি CC Camera স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেই সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আত্ততাধীন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নিরাপত্তা জোরদার করণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** প্রধান কার্যালয়সহ অধিকাংশ বহিঃস্থ ইউনিটসমূহে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া রাংগামাটি কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** নিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত সিসিটিভি স্থাপন, ওয়াকিটকি এবং ল্যাবরেটরিতে অগ্নিনির্বাপন স্বরূপ ফায়ার এক্সটিংগুইসার লাগানো আছে, প্রতিবছর তাহা রি-ফিল করা হয়। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্র/উপকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।সকল সংস্থাগুলোতে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়মিত পরিক্ষা করার জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।  | সংস্থায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সিসিটিভি ও অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা স্থাপন এবং fire extinguisher নিয়মিত পরিক্ষাসহ সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১২.১০ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয়ে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য ০২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য স্বচ্ছ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। উপ-পরিচালক, প্রশাসনকে ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের নীচ তলায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়টি কার্যকর রয়েছে।উল্লেখ্য, অদ্যাবধি অভিযোগ বাক্সে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।**বিএলআরআইঃ** অভিযোগ বাক্স দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে এবং কমিটি গঠন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** দপ্তরে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। | অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-২)/ সকল সংস্থা প্রধান |
| ১২.১১ | জেলা/ উপজেলা দপ্তরে উন্মুক্ত দিবস ঘোষণা  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** জেলা/ উপজেলা মৎস্য দপ্তরে মাসে নির্দিষ্ট ০১ দিন উন্মুক্ত দিবস হিসেবে ঘোষণা এবং মৎস্য বিষয়ক বিশেষ সেবা প্রদানের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পত্র নং -৩৩.০২.০০০০.১০২.৩৪.৭২০.৮৬.৯৮৬(৭) ; তারিখ ২৭/১০/২০১৫ এর মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।বিষয়টি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য পরামর্শ দিবস বাস্তবায়নের তথ্যাদি ১৪.০১.২০১৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং ৩৩.০২.০০০০. ১২০. ০২.০১৪.১৫.২৪ এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৭/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখের নং- ৩৩.০১.০০০০.১১১.০০. ০০০.১৫-২১৭৮ সংখ্যক স্মারক মোতাবেক এ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অধিদপ্তরের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ বিষয়টি মনিটরিং করছে। | জেলা/ উপজেলা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরে মাসে নির্দিষ্ট ০১ দিন উন্মুক্ত দিবস ঘোষণা এবং উন্মুক্ত দিবসে দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিত থেকে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।   | DG, DOF/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১ ও মৎস্য-১)  |
| ১২.১২ | ডুমুরিয়া, খুলনাতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের হয়রানি করা | খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলাতে জেলা প্রশাসক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের প্যাকেটজাত দুধ বিক্রি করায় জরিমানা এবং দুগ্ধ যন্ত্র জব্দ করার ফলে তাঁরা নিরুৎসাহিত হচ্ছে।  | এ বিষয়ে পরবর্তী কাযক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ DG, DLS/ উপসচিব (প্রাস-১)/ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা |

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|   |  স্বাক্ষরিত/-১২/৪/২০১৬ (মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)সচিব |